রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ২৮, ২০১৩

## বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ নভেম্বর, ২০১৩/১৩ অগ্রহায়ণ, ১৪২০

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ নভেম্বর, ২০১৩ (১৩ অগ্রহায়ণ, ১৪২০) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

## ২০১৩ সনের ৬২ নং আইন

## আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৬নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল, যথা :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০০ সনের ৬নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন**।—আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৬নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (ক) এর উপ-দফা (আ) এ উল্লিখিত "এর section 89A এবং 89B এর" শব্দগুলি এবং সংখ্যাগুলির পরিবর্তে "এবং প্রচলিত অন্যান্য আইনের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;



মূল্য ঃ টাকা ১২.০০

(খ) দফা (চ) এর পর নিম্নরূপ দফা (চচ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(চচ) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;";

(গ) দফা (ছ) এর পর নিম্নরূপ দফা (ছছ) ও (ছছছ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(ছছ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ছছছ) "বিশেষ কমিটি" অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত সংস্থার বিশেষ কমিটি;";

(ঘ) দফা (জ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (জজ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(জজ) "লিগ্যাল এইড অফিসার" অর্থ ধারা ২১ক এর অধীন নিয়োগকৃত লিগ্যাল এইড অফিসার;";

(ঙ) দফা (ঝ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঝ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(ঝ) "সদস্য" অর্থ বোর্ড বা, ক্ষেত্রমত, সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি, বিশেষ কমিটি, উপজেলা কমিটি বা ইউনিয়ন কমিটির কোন সদস্য;";

(চ) দফা (ঝ) এর পর নিম্নরূপ দফা (ঝঝ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(ঝঝ) "সুপ্রীম কোর্ট কমিটি" অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত সংস্থার সুপ্রীম কোর্ট কমিটি;"।

৩। **২০০০ সনের ৬ নং আইনের ধারা ৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ছ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ছছ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(ছছ) রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট;"।

৪। **২০০০ সনের ৬ নং আইনের ধারা ৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৭ এর—

(ক) দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(খ) আইনগত সহায়তা প্রদান কর্মসূচির বিস্তার, মানোন্নয়ন ও বিকাশে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা;";

(খ) দফা (গ) এর পর নিম্নরূপ দুইটি নূতন দফা (গগ) ও (গগগ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(গগ) আইনগত সহায়তা প্রদান নিশ্চিতকল্পে সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

(গগগ) আইনগত সহায়তা প্রদান নিশ্চিতকল্পে সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি, বিশেষ কমিটি, উপজেলা কমিটি বা ইউনিয়ন কমিটির সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;";

(গ) দফা (ঙ), (চ) ও (ছ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঙ), (চ) ও (ছ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(ঙ) জেলা কমিটি বা বিশেষ কমিটি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত আবেদন বা দরখাস্ত বিবেচনা করা;

(চ) সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি এবং বিশেষ কমিটির কার্যাবলী তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ এবং উহাদের কার্যাবলী সরেজমিনে পরিদর্শন করা;

(ছ) আইনগত অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করিবার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যথা :—

(অ) আইনগত শিক্ষা বিস্তারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(আ) আইনগত তথ্য সহজলভ্য করা;

(ই) আইনগত মৌলিক ধারণালব্ধ জনগোষ্ঠীর হার বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা;

(ঈ) ন্যায় বিচারে সহজ অভিগম্যতা নিশ্চিত করা;

(উ) সভা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজনসহ আইনগত সহায়তার তথ্য সম্বলিত বুকলেট, পুস্তিকা, ইত্যাদি প্রকাশ করা।"।

৫। **২০০০ সনের ৬ নং আইনে নূতন ধারা ৮ক, ৮খ এবং ৮গ এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৮ক, ৮খ এবং ৮গ সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"৮ক। **সুপ্রীম কোর্ট কমিটি।**—(১) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে সুপ্রীম কোর্ট কমিটি নামে একটি কমিটি থাকিবে এবং উহা নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারপতি, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সম্পাদক এবং উক্ত সমিতি কর্তৃক মনোনীত সমিতির অন্য একজন সদস্য;

(গ) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রীম কোর্টে আইন পেশায় নিয়োজিত মানবাধিকার ও সমাজকল্যাণ কার্যক্রম পরিচালনাকারী দুইজন আইনজীবী, যাহাদের মধ্যে একজন মহিলা থাকিবেন;

(ঘ) বোর্ড কর্তৃক মনোনীত জাতীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত আইন ও মানবাধিকার ইস্যুতে কার্যক্রম পরিচালনাকারী বেসরকারি সংস্থার দুইজন প্রতিনিধি;

(ঙ) বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল কর্তৃক মনোনীত একজন অন্যূন ডেপুটি অ্যাটর্নি-জেনারেল;

(চ) বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত সংস্থার অন্যূন উপ-পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ছ) অ্যাটির্নি-জেনারেল এর সহিত পরামর্শক্রমে কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন সহকারী অ্যাটির্নি-জেনারেল, যিনি ইহার সচিবিক দায়িত্বও পালন করবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এবং (ঘ) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে দুই বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

৮খ। **সুপ্রীম কোর্ট কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী।**—(১) সুপ্রীম কোর্ট কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) সংস্থা কর্তৃক নিরূপিত যোগ্যতা ও প্রণীত নীতিমালা অনুসারে আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীগণের আবেদন বা দরখাস্ত বিবেচনাক্রমে আইনগত সহায়তা প্রদান করা;

(খ) মঞ্জুরকৃত আবেদন বা দরখাস্তের ক্ষেত্রে আবেদনকারী বা দরখাস্তকারীকে প্রদত্ত আইনগত সহায়তার ধরন ও শর্ত নির্ধারণ করা;

(গ) সুপ্রীম কোর্টে আইনগত সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণ করা;

(ঘ) সুপ্রীম কোর্টে আইনগত সহায়তা কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঙ) বোর্ড কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা;

(চ) উপরি-উক্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন কাজ করা।

(২) সুপ্রীম কোর্ট কমিটি কর্তৃক পরিচালিত আইনগত সহায়তা কর্মসূচির সামগ্রিক দায়িত্ব কমিটির চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(৩) সুপ্রীম কোর্ট কমিটির পক্ষে কমিটির চেয়ারম্যান প্রয়োজনে কমিটির সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং কোন ক্ষেত্রে এইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে উহা কমিটির পরবর্তী সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।

৮গ। **সুপ্রীম কোর্ট কমিটির সভা।**—(১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, সুপ্রীম কোর্ট কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) সুপ্রীম কোর্ট কমিটির সভা উহার চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি দুইমাস অন্তর অন্তর কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) সুপ্রীম কোর্ট কমিটির চেয়ারম্যান উক্ত কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) সুপ্রীম কোর্ট কমিটির সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) শুধুমাত্র কোন সদস্য পদের শূন্যতা বা কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে কমিটির কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।"।

৬। **২০০০ সনের ৬ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর—

(অ) দফা (গ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (গগ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(গগ) সংশ্লিষ্ট জেলার সিভিল সার্জন বা তৎকর্তৃক মনোনীত একজন ডেপুটি সিভিল সার্জন;";

(আ) দফা (ট) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (টট) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(টট) পার্বত্য জেলার ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত উক্ত জেলা পরিষদের দুইজন সদস্য, যাহাদের মধ্যে একজন মহিলা থাকিবেন;";

(ই) দফা (ড) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ড) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(ড) জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক;";

(ঈ) দফা (ড) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঢ) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(ঢ) লিগ্যাল এইড অফিসার, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।";

(খ) উপ-ধারা (২ক) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (২খ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(২খ) যে সকল জেলায় সিটি কর্পোরেশন রহিয়াছে সেই সকল জেলায় জেলা কমিটিতে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র কর্তৃক মনোনীত দুইজন কাউন্সিলর, যাহাদের মধ্যে একজন মহিলা থাকিবেন।"।

৭। **২০০০ সনের ৬ নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১০ এর বিদ্যমান বিধান উপ-ধারা (১) হিসাবে সংখ্যায়িত হইবে এবং উক্তরূপ সংখ্যায়িত উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (২) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(২) জেলা কমিটির পক্ষে কমিটির চেয়ারম্যান প্রয়োজনে কমিটির সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং কোন ক্ষেত্রে এইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে উহা কমিটির পরবর্তী সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।"।

৮। **২০০০ সনের ৬ নং আইনে নূতন ধারা ১২ক এর সন্নিবেশ**।—উক্ত আইনের ধারা ১২ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১২ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"১২ক। **বিশেষ কমিটি**।—(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংস্থা, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, শ্রম আদালত ও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত বিভিন্ন আদালতের চৌকির জন্য পৃথক পৃথকভাবে এক বা একাধিক বিশেষ কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) একজন চেয়ারম্যান ও চৌদ্দজন সদস্য সমন্বয়ে বিশেষ কমিটি গঠিত হইবে এবং চেয়ারম্যান ও সদস্যদের মনোনয়ন, মনোনয়নের যোগ্যতা, অপসারণ, পদত্যাগ ইত্যাদি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) বিশেষ কমিটির দায়িত্ব, কার্যাবলী এবং সভার কার্য পদ্ধতি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৯। **২০০০ সনের ৬ নং আইনের নূতন ধারা ১৩ক এর সন্নিবেশ**।—উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১৩ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"১৩ক। **সুপ্রীম কোর্ট কমিটির তহবিল**।—(১) সুপ্রীম কোর্ট কমিটির একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে বোর্ড কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ, কোন ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান এবং অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে।

(২) সুপ্রীম কোর্ট কমিটির তহবিলের অর্থ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কোন শাখায় জমা রাখা হইবে এবং সুপ্রীম কোর্ট কমিটির সদস্য-সচিব ও কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত অপর একজন সদস্যের যৌথ স্বাক্ষরে এই তহবিলের অর্থ উত্তোলন করা যাইবে।

(৩) এই তহবিল হইতে মঞ্জুরীকৃত আবেদন বা দরখাস্ত অনুযায়ী আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীগণকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হইবে এবং সুপ্রীম কোর্ট কমিটির প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।"।

১০। **২০০০ সনের ৬ নং আইনের নূতন ধারা ১৪ক এর সন্নিবেশ**।—উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১৪ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"**১৪ক। বিশেষ কমিটির তহবিল**।—(১) প্রতিটি বিশেষ কমিটির একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে বোর্ড কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ কোন ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান এবং অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে।

(২) বিশেষ কমিটির তহবিলের অর্থ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কোন শাখায় জমা রাখা হইবে এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত সদস্যদের যৌথ স্বাক্ষরে এই তহবিলের অর্থ উত্তোলন করা যাইবে।

(৩) এই তহবিল হইতে মঞ্জুরীকৃত আবেদন বা দরখাস্ত অনুযায়ী আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীগণকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হইবে এবং বিশেষ কমিটির প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।"।

১১। **২০০০ সনের ৬ নং আইনের ধারা ১৫ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "বোর্ড" শব্দের পরিবর্তে "সুপ্রীম কোর্ট কমিটি" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (২ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(২ক) বিশেষ কমিটি এই আইনের আওতায় প্রদত্ত আইনগত সহায়তার অধীনে শ্রম আদালত বা চৌকি আদালতে দায়েরযোগ্য বা দায়েরকৃত মামলার পরামর্শ প্রদান ও মামলা পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট শ্রম আদালত বা চৌকি আদালতে মামলা পরিচালনায় অন্যূন ৫(পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীগণের মধ্য হইতে একটি তালিকা প্রণয়ন করিবে।";

(গ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "একজন" শব্দটির পরিবর্তে "এক-তৃতীয়াংশ" শব্দগুলি ও চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত "বোর্ড বা, ক্ষেত্রমত, জেলা কমিটি" শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে "সুপ্রীম কোর্ট কমিটি বা, ক্ষেত্রমত, জেলা কমিটি বা বিশেষ কমিটি" শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১২। **২০০০ সনের ৬ নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "বোর্ড বা, ক্ষেত্রমত, জেলা কমিটির" শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে "সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি বা বিশেষ কমিটির" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "জেলা কমিটি" শব্দগুলির পর "বা বিশেষ কমিটি" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

১৩। **২০০০ সনের ৬ নং আইনের ধারা ১৮ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "বোর্ড এবং জেলা কমিটি" শব্দগুলির পরিবর্তে "বোর্ড, সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি এবং বিশেষ কমিটি" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৪। **২০০০ সনের ৬ নং আইনের ধারা ২০ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২০ এর উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(২) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত সময়, পদ্ধতি ও ফরমে সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি এবং বিশেষ কমিটি উহার সম্পাদিত কার্যাবলীর খতিয়ান সম্বলিত প্রতিবেদন সংস্থার নিকট প্রেরণ করিবে।"।

১৫। **২০০০ সনের ৬ নং আইনে নূতন ধারা ২১ক এর সন্নিবেশ**।—উক্ত আইনের ধারা ২১ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ২১ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"২১ক। **লিগ্যাল এইড অফিসার নিয়োগ, দায়িত্ব, ইত্যাদি**।—(১) সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক লিগ্যাল এইড অফিসার নিয়োগ এবং তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) লিগ্যাল এইড অফিসার আইনগত সহায়তা প্রার্থীকে আইনে পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে এবং প্রচলিত আইনের অধীন কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক উহার স্থানীয় অধিক্ষেত্রের আওতাধীন এলাকায় কর্মরত লিগ্যাল এইড অফিসারের নিকট বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কোন বিষয় প্রেরণ করা হইলে উহা নিষ্পত্তির ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট লিগ্যাল এইড অফিসারের থাকিবে।"।

১৬। **২০০০ সনের ৬ নং আইনে নূতন ধারা ২২ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ২৩ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ২২ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"২২ক। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।"।

১৭। **২০০০ সনের ৬ নং আইনের ধারা ২৩ এর বিলুপ্ত।**—উক্ত আইনের ধারা ২৩ বিলুপ্ত হইবে।

**মোঃ আশরাফুল মকবুল**
সিনিয়র সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd